কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎপিষ্টে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু

বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে কোটচাঁদপুরে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনা ঘটেছে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর বাজারে।

জানা যায়,সোমবার সকালে সাবদারপুর বাজারের রিপনের নতুন ভবনে রড ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিল। এ সময় অসাবধানতা বশত ওই ভবনের উপর দিয়ে চলে যাওয়া বিদুৎতের প্রধান তারের সঙ্গে বিদ্যুৎয়ায়িত হন মিনারুল ইসলাম। এতে করে গুরুতর আহত হন তিনি।

এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মিনারুল ইসলাম কোটচাঁদপুর লক্ষিকুন্ড গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মৃত আক্তার হোসেনের ছেলে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আশরাফুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। সুরতহাল করেছেন। কারোর কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে চোর আটক, থানায় মামলা

ভাড়াটে হিসেবে খুলনা থেকে চুরি করতে এসে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন এক চোর। সহযোগীরা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। রোববার সকালে ঘটনাটি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী

আরব হোসেন।

নাইট গার্ড শরিফুল ইসলাম বলেন, “রাত আনুমানিক ৩টার দিকে আজম ভাইদের ভবন থেকে একটি শব্দ শুনতে পাই। পরে আরব ভাইকে ডেকে তুলি। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিশ ছাদে উঠে এক চোরকে দেখতে পায়। পালানোর চেষ্টা করে সে। প্রথমে তিনতলা ভবন থেকে দ্বিতীয় তলায় এবং পরে দ্বিতীয় তলা থেকে মাটিতে লাফ দেয়, এতে সে গুরুতর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে, তবে তার সহযোগীরা পালিয়ে যায়।”

আটককৃত চোরের নাম সোহেল আহম্মেদ। তিনি খুলনার সাচি বুনিয়া লবনচোরা গ্রামের দেলবার আহম্মেদের ছেলে। পলাতকরা হলেন একই এলাকার আলামিন হোসেন এবং আব্দুল গফুরের ছেলে (নাম উল্লেখ হয়নি)।

ভুক্তভোগী আরব হোসেন কোটচাঁদপুর থানায় দুইজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ২/৩ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। তার ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “নাইট গার্ড সজাগ না থাকলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত। তার সতর্কতার কারণেই আজ আমরা রক্ষা পেয়েছি।”

ধৃত চোর স্বীকার করেছেন, তিনি ভাড়াটে হিসেবে চুরি করতে এসেছিলেন। ধরা পড়ার পর তার সহযোগীরা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আহত চোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাটি নিয়ে মামলা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মই উদ্ধার করা হয়েছে।”

কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের উপদেষ্টা বরাবর খোলা চিঠি

ইজারা পদ্ধতি বাতিল করে বাঁওড়সহ দেশব্যাপী সকল জলমহালে মৎস্যজীবী জেলেদের সমাজভিত্তিক সমবায় মালিকানা প্রতিষ্ঠার ৪ দফা দাবিতে বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যেগে

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (২৭ মে) সকালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বলুহর বাসস্ট্যান্ডে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্যজীবী জেলে জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা শত শত নারী পুরুষ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহন করে। মিছিলে অংশগ্রহনকারীরা দাবি-দাওয়াসহকারে ফেস্টুন হাতে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। উপজেলার বলুহর বাসস্ট্যান্ডে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্মল হালদারের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব সুজন বিপ্লবের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আন্দোলনের উপদেষ্টা বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফজলুর রহমান, ক্ষেতমজুর সমিতির ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি কাজী ফারুক, বাঁওড় আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক বাসুদেব বিশ্বাস, বাঁওড় আন্দোলন সংগঠক এসএম চন্দন প্রমুখ।

“জল যার, জলা তার” এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় তিনি বাওড়পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের দুঃখ–দুর্দশার কথা শোনেন।

মঙ্গলবার (২৭ মে) সকাল ১০টার দিকে তিনি বলুহর বাওড় পরিদর্শনে যান। এরপর সাড়ে ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এতে আরও বক্তব্য দেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, জেলা ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মৎস্য কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি এস.কে.এম. সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের সভাপতি শরিফুজ্জামান আগা খান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সংগঠক হৃদয় হাসান।

সভায় হালদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন, শত বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা এই বাওড়ে মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু বর্তমান জলমহাল নীতিতে পরিবর্তন এনে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাদ দিয়ে প্রভাবশালী অমৎস্যজীবীদের হাতে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা জানান, এসব ইজারাদার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাওড়ে কৃত্রিম খাবার ও রাসায়নিক ব্যবহার করছেন, যা পরিবেশ ও মাছের স্বাভাবিক প্রজননব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।

মৎস্যজীবী নির্মল হালদার বলেন, “বাওড় এখন আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। জীবিকা নেই, কর্ম নেই, পরিবার নিয়ে অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে।”

বক্তারা বলেন, “জাল যার, জল তার” এই প্রবাদ শুধু মুখের কথা নয়; এর বাস্তবায়ন জরুরি। তাঁরা দেশের সব বাওড়ের বর্তমান ইজারা বাতিল করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টনের দাবি জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা আখতার বলেন, “জল যার, জলা তার এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেছে। এই প্রজন্মই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়বে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাওড়ের মালিকানা ফিরিয়ে দিতে আমি ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে কথা বলব। পরিবেশ রক্ষা ও মৎস্যজীবীদের জীবনধারা টিকিয়ে রাখতে একটি সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি।”

কোটচাঁদপুর পৌরবাসী নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার অধিকাংশ এলাকাই আজ নাগরিক দুর্ভোগের প্রতীক। পৌর এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং সড়কবাতির অপ্রতুলতায় নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে।
বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলো যেন রূপ নেয় কাদা-পানিতে ভরা ফাঁদে। সড়কজুড়ে খানাখন্দে চলাচল হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। সন্ধ্যা নামতেই ডুবে যায় ঘোর অন্ধকারে, অধিকাংশ সড়কে জ্বলে না সড়কবাতি। পৌরসভার সামনের সড়কেও নিয়মিত যানজট লেগে থাকে, যা প্রশাসনের উদাসীনতার জীবন্ত প্রমাণ।
নাগরিকরা নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করলেও সেবার দেখা মিলছে না। ভাঙাচোরা রাস্তা, নষ্ট ড্রেন, অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সব মিলিয়ে পৌরসভার অবস্থা করুণ। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবতা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটায় না। তারা বলছেন, সেবার নামে যেন চলছে প্রহসন।
এ নিয়ে নাগরিক সমাজের ক্ষোভ প্রবল। সচেতন মহলের দাবি, কোটচাঁদপুর পৌরসভা যেন বর্তমানে নাগরিক ভোগান্তির এক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর না থাকায় সেবার মান আরও নাজুক হয়ে পড়েছে। যারা বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
স্থানীয়রা জানান, বছরের পর বছর সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ থাকলেও সড়কবাতি নেই। রাত হলেই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা, পানি নিষ্কাশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা—সবখানেই চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে।
যেখানে এটি একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা, সেখানে নাগরিক সেবার মান যেন তৃতীয় শ্রেণির। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো। একদিকে নাগরিক অধিকার ও কর পরিশোধ, অন্যদিকে প্রশাসনের চূড়ান্ত দায়হীনতা—এই বৈপরীত্যে প্রশ্ন উঠছে, এই পৌরসভা কি শুধুই কর আদায়ের একটি যন্ত্র?
প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মানুষের বসবাস এই পৌরসভায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার মুখোমুখি। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, খানাখন্দে ভরা সড়ক বর্ষা মৌসুমে হয়ে ওঠে মৃত্যুফাঁদ। স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক রেজাউল করিম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কেউ কেউ পড়ে গিয়ে আহত হন। কর দেই, কিন্তু সেবা কোথায়? পৌরসভার লোকজন শুধু কর তুলতেই ব্যস্ত, কিন্তু কাজের সময় তাদের পাওয়া যায় না।”
ঈশী খোন্দকার জানান, “সরকারি কলেজ ও খোন্দকার পাড়ার একটি

গুরুত্বপূর্ণ সড়কে এক সপ্তাহ ধরে সড়কবাতি জ্বলছে না। কাউন্সিলর ও পৌর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাহলে আমরা কী সেবা পাচ্ছি?”
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আল-মামুন বলেন, “নামমাত্র উন্নয়নের অভিনয় দিয়ে জনগণকে বেশি দিন বোকা বানানো যাবে না। সময় এসেছে টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার।”
এ বিষয়ে পৌরসভার সরকারি প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সড়কের বাতি ইতোমধ্যে কিছু স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। নতুন করে আবার টেন্ডার হয়েছে। আমি সদ্য জয়েন করেছি, পুরো শহর এখনো দেখা হয়নি। পুরাতন ড্রেনগুলো সংস্কার করলে পানি নিষ্কাশনের কিছুটা উন্নতি হবে। নতুন ড্রেন করতে হলে সময় লাগবে। বরাদ্দ সীমিত হলেও কাজ চলমান রয়েছে।”
এ বিষয়ে জানতে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

কোটচাঁদপুরে প্রবল স্রোতে ভেঙে পড়েছে বাঁশের সাঁকো

বৃষ্টির পানির প্রবল স্রোতে ভেঙে পড়েছে কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের বাজার ঘাটে চিত্রা নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো। এতে নদীর দুই পাড়ের মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এখন পারাপারের কোনো উপায় না থাকায় এলাকাবাসী স্থায়ী সমাধান চেয়েছেন।

জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর ও কোটচাঁদপুর উপজেলার অন্তত সাতটি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের প্রধান ভরসা ছিল এই বাঁশের সাঁকোটি। ২০০৭ সালের দিকে গোপালপুর, হাজিডাঙ্গা, সুতি, মধুহাটি (ঝিনাইদহ সদর) এবং তালসার, ঘাগা, কুশনা (কোটচাঁদপুর) গ্রামের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম ও আর্থিক সহায়তায় সাঁকোটি নির্মাণ করেন।

সাঁকোটি ভেঙে পড়ায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। বিশেষ করে অর্ধশতাধিক স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত পণ্য তালসার

বাজারে নিয়ে আসতে পারছেন না, ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিত্রা নদীর অপর পাড়ের সুতী গ্রামের বাসিন্দা স্বপন পুন্ডুরি বলেন, “আমাদের এপার থেকে শিক্ষার্থীরা সাঁকো পার হয়ে ওপারের স্কুল-কলেজে যায়। কৃষকরাও পণ্য নিয়ে যান। গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা চরম ভোগান্তিতে আছি। প্রতি বছরই এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এর একটি স্থায়ী সমাধান জরুরি।”

তালসার গ্রামের মুদি দোকানি আসাদুল ইসলাম জানান, “টানা বৃষ্টিতে গত এক সপ্তাহ ধরে সাঁকোতে ওঠার রাস্তা ডুবে গেছে। সাঁকোটি জেগে থাকলেও রাস্তাটি ডুবে থাকায় চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না, কৃষকরাও বাজারে আসতে পারছে না।”

তিনি আরও বলেন, “সাঁকোটি আগেও কয়েকবার ভেঙে পড়েছে। তখন দুই পাড়ের মানুষ মিলে তা মেরামত করেছে। কিন্তু প্রতিবছর একই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। এখনই একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।”

স্থানীয় বাসিন্দা আকিমুল ইসলাম সাজু বলেন, “গত বছরও প্রবল স্রোতে সাঁকোটি ভেঙে পড়েছিল। মাসখানেক পড়ে থেকেছিল। দুই পাড়ের জনপ্রতিনিধিদের কাছে ধরনা দিয়েও কাজ হয়নি। শেষমেশ এলাকাবাসীর সহায়তায় তা মেরামত করা হয়। এবারও স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।”

এ বিষয়ে কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহারুজ্জামান সবুজ বলেন, “বৃষ্টির সময় এলেই সাঁকোটি ভেঙে পড়ে। এটা চিত্রা নদীপাড়ের মানুষের প্রতি বছরের সমস্যা। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও একাধিকবার আলোচনা করেছি, কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এবার আবারও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবো, যাতে স্থায়ী সমাধান হয়।”

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কল রিসিভ না করায় বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন কোটচাঁদপুরের কলেজ ছাত্র রিয়াল হোসেন (২০) ও এনজিও কর্মী মামুন হোসেন (৩৫)। শনিবার সকালে যশোর সড়কের চুরামনকাঠি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কলেজ ছাত্র রিয়াল হোসেন মারা যান এবং এনজিও কর্মী মামুন হোসেন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উভয়ের বাড়ি কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাশিপুর গ্রামে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রিয়াল হোসেন কাশিপুর গ্রামের ঈমান উদ্দিনের একমাত্র ছেলে। তিনি যশোর এম.এম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মামুন হোসেন ওই গ্রামের শামসুল মণ্ডলের ছেলে এবং যশোরে শিশু ফাউন্ডেশনে চাকরি করেন। সম্পর্কে তারা শ্যালক ও বোনাই।

শনিবার সকালে দুইজন মিলে মোটরসাইকেলে করে যশোর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চুরামনকাঠি এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে মামুনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং রিয়ালকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

খুলনা নেওয়ার পথে রিয়াল মারা গেলে তাকে কোটচাঁদপুরে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে মামুন যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রিয়াল ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান। তার আরও দুটি বোন রয়েছে। ছেলের মৃত্যুর খবরে বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সহপাঠী, স্বজন ও প্রতিবেশীরা শোক প্রকাশ করতে কাশিপুর গ্রামের বাড়িতে ছুটে আসেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর হাসপাতালে যায় এবং মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে

কোটচাঁদপুরে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালোকার নিয়ে গেছে চোরেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন আব্দুল কাদের মন্টু মিয়ার বাড়ির নিচ তলায়।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ইসমত আরা বলেন,আমরা বাড়িতে মূলত তিন জন বসবাস করি। এর মধ্যে আমি কোটচাঁদপুর মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, মেয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। আর মেয়ের আব্বা প্রায় সময় বাড়িতেই থাকেন।

তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমি ও আমার মেয়ে স্কুলে চলে যায়। আর ওনি যান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্টে আত্মীয়ের বাসায় আম পাঠাতে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখত পান বাড়ির সব কাপড় চোপড় এলোমেলো, আলমারি, শোকেশ ও ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। এ সব দেখে ওনি আমাকে মোবাইল করেন। তবে আমি ব্যস্ত ধাকায় মোবাইল রিসিভ না করায় আমার স্বামী মাদ্রাসা চলে যান। এরপর জানান এ ঘটনা। পরে আমি বাড়িতে এসে দেখতে পায় সব কিছু এলোমেলো।

তিনি আরো বলেন, চোরেরা ঘর থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ৭ ভরি মত স্বর্ণালোংকার নিয়ে যান। এতে করে ১০/১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাসুম বিল্লাহ কে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জানিয়েছেন ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে এ চুরি সংগঠিত হয়েছে। একটা তালাও ভাঙ্গা হয়নি।

তিনি বলেন, মাসুম বিল্লাহ ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

সম্পর্ক ছিল। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে, তারা বিয়ে করেন। পরে সলেমানপুর মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের বাড়ি থেকে মেয়ে তুলে দেন। ওইদিন কাজী দিয়ে বিয়ে হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে হুজুর ডেকে দোয়া অনুষ্ঠান করেছিল।

হুজুর আব্দুল কাদের বলেন, ঘটনা তো এক বছর আগের। মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের ছেলে আমার কাছে পড়েন। হঠাৎ করে মসজিদে এসে বলেন আমার ভাগ্নির কাবিন করে বিয়ে হয়ে গেছে। আপনি ছেলেকে নিয়ে আসেন একটু দোয়া করে দিবেন। সে কথা মোতাবেক আমি গিয়েছিলাম। এরপর আমি দোয়া করে চলে আসি। তবে কাবিন কোথায় করেছে, কিভাবে করেছেন আমি জানিনা।

ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার।

হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে বেকায়দায় কোটচাঁদপুরের ভাতাভোগীরা

বিকাশ ও নগদ হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে বেকায়দায় কোটচাঁদপুরের ভাতাভোগীরা। ফোন করে পিন নম্বর চাওয়ায় ভাতার টাকা নিয়ে শঙ্কায় আছেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। তিন মাস পর পর মোবাইলে তাদেরকে দেওয়া হয় ভাতার টাকা। আর এ টাকা দেওয়ার সময় হলেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন বিকাশ ও নগদ হ্যাকাররা। ফোন করে ভাতাভোগীদের কাছে চান পিন নম্বর। না দিলে ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তাদের।

এদের একজন কোটচাঁদপুর তালসার গ্রামের আব্দুল সাত্তার। তিনি বলেন, আমার মা আমেনা খাতুন। উনার নতুন করে বিধবা ভাতার কার্ড

হয়েছে। সোমবার রাতে হঠাৎ করে ফোন আসে ০৯৬৩৮৯৭০৬৮৮ নম্বর থেকে। বলেন, “আমি সমাজসেবা অফিস থেকে বলছি। আপনার মোবাইলের পিন নম্বরটা দিন। আপনার মায়ের টাকা এসেছে, পিন দিলে টাকা পাবেন।”

একইভাবে ওই নম্বর থেকে ফোন করা হয় তালসার গ্রামের আকিমুল ইসলাম সাজুর কাছে। তিনি বলেন, “রাত তখন ৯টা বাজে। ওই নম্বর থেকে ফোন করে বলেন, আপনি কি ওয়াদুদ ভুইয়া বলছেন? আমি সমাজসেবা অফিস থেকে বলছি। আপনার নামে টাকা এসেছে। পিন নম্বর দিলে টাকা দিতাম আপনাদের।”

এভাবেই একাধিক ভাতাভোগীর কাছে ফোন করে পিন নম্বর চাইছেন হ্যাকাররা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বশির আহম্মেদ। তিনি বলেন, “এ উপজেলায় মোট ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। যার মধ্যে বয়স্ক ভাতা পান ৬ হাজার ২০৬ জন, বিধবা ২ হাজার ৯৭০ জন, প্রতিবন্ধী ৪ হাজার ৩৭৯ জন। যাদেরকে আমরা তিন মাস পর পর ভাতার টাকা দিয়ে থাকি। আর এ টাকা দেওয়ার সময় হলেই হ্যাকাররা সক্রিয় হয়ে ওঠেন।”

তিনি বলেন, “আজ সকাল থেকে ৭-৮ জন ভাতাভোগীর অভিযোগে জানতে পেরেছি, হ্যাকাররা টাকা নিতে তাদের কাছে পিন নম্বর চায়। তারা পিন নম্বর না দিয়ে অফিসে এসেছেন।”

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “এখনো পর্যন্ত থানায় কোনো জিডি বা অভিযোগ হয়নি। তবে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে প্রায় সময় ভুক্তভোগীরা আসেন। এসব নিয়ে এর আগে অনেক জিডিও আছে থানায়।”